



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1125 - 1132

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

মনুমৎস্যকথার বিশ্বব্যাপী প্রসার

কণিকা মণ্ডল

গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: kanikamondal02@gmail.com

ID 0009-0006-8902-7155

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

মনুমৎস্যকথা,
ভারতীয় সাহিত্য,
বহির্ভারতীয় সাহিত্য,
প্রসার।

Abstract

ঋগ্বেদে কাব্য শব্দটি অতি পরিচিত। বহু মন্ত্রে কাব্যের প্রয়োগ দেখা যায়। পৃথিবীর যে কোনো ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় সেই জগতে প্রথমেই পদ্যের সমুদ্র দেখা যায়, পরে দেখা যায় গদ্যের ভূভাগ। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অলংকারিকগণ মূলতঃ গদ্য - কাব্যের কথা ও আখ্যায়িকা এই দুটি ভেদ স্বীকার করেন। আলোচ্য গবেষণা- প্রবন্ধে 'মনুমৎস্যকথা' নামক আখ্যায়িকাতে আলোকপাত করা হয়েছে। এই 'মনুমৎস্যকথা' আখ্যায়িকাটি ঞ্করুযজুর্বেদের মাধ্যমিক শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। এই মাধ্যমিক শতপথ শাখার প্রথম কাণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে 'মনুমৎস্যকথা' নামক আখ্যায়িকাটি দৃষ্ট হয় (১/৮/১)।

আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধে মনুমৎস্যকথার ভারতীয় সাহিত্যে ও বহির্ভারতীয় সাহিত্যে প্রসার অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী প্রসারতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Discussion

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য হল বেদ। আর এই বেদের ব্রাহ্মণগুলিতে আখ্যায়িকা নির্মাণের ঘাটতি নেই। এবং এই আখ্যায়িকাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। সেইরূপ 'মনুমৎস্যকথা' নামক আখ্যায়িকাটির ভারতীয় সাহিত্যে ও বহির্ভারতীয় সাহিত্যে যে প্রসারতা লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

১. ভারতীয় সাহিত্যে মনুমৎস্যকথার প্রসার— ঞ্করুযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত 'মনুমৎস্যকথা' নামক আখ্যায়িকাটি অতি প্রসিদ্ধ বলে বিবেচিত। এই মনুমৎস্যকথার ভারতীয় সাহিত্যে প্রসারতা ব্যাপক। এই শতপথের মনুমৎস্যকথার বৃত্তান্তটি নিম্নরূপ- লোকে যেমন দুহাত ধোওয়ার জন্য জল নিয়ে আসে তেমনি পরিচারকেরা মনুর হাত ধোওয়ার জন্য জল নিয়ে এল। তিনি হাত ধুতে থাকলে একটি মাছ মনুর হাতে এসে পড়ল। তখন মাছটি মানুষের গলায় মনুকে বলল - আমাকে তুমি পরিপুষ্ট কর, আমি তোমাকে যথাকালে রক্ষা করব। মনু তখন ভয় পেয়ে মাছটিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন যে সে কিসের থেকে তাকে রক্ষা করবে? প্রত্যুত্তরে মাছটি বলেছিল যে একটি বিশাল বন্যা সমগ্র সৃষ্টিকে প্লাবিত করার জন্য আসছে। সেই বন্যা থেকেই সে মনুকে রক্ষা করবে।

মনু তখন মাছটির কাছে জানতে চাইলেন যে সে তাকে কিভাবে পালন করবেন? উত্তরে মাছটি বলেছিল - বড় মাছেরা ছোটো মাছদের খেয়ে ফেলে। তাই যতদিন মাছেরা ছোটো থাকে ততদিনই তাদের ভয় থাকে। অতএব, তুমি প্রথমে আমাকে একটা কলসের মধ্যে রেখে রক্ষা করবে। যখন বড় হয়ে কলস ছাপিয়ে উঠবে, তখন একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে রেখে আমাকে বড় করবে। যখন আমি আরো ছাপিয়ে উঠব, তখন আমাকে সমুদ্রে নিয়ে যাবে। তাহলেই আমি ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাব।

মনু মাছটির কথামত কাজ করলে একটা সময় ওই মাছটি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। কারণ জলচরেরা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তারপর মাছটি বলেছিল - এতবছর বাদে যখন মহাপ্লাবন। আসবে, তখন তুমি একটা নৌকা প্রস্তুত করে তাতে উঠে বসবে এবং আমি তোমাকে পার করে দেব। মনু মাছটিকে সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়ার পর মাছটি যে বছরের কথা বলেছিল সেই বছরেই মনু নৌকা প্রস্তুত করে মাছের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মাছের কথা মত হঠাৎ বন্যা উঠিত হলে মনু নৌকায় চড়ে বসলেন।

সেই মাছটি তখন সাঁতার দিয়ে মনুর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। সে নৌকার দড়িটাকে নিজের শিঙের সাথে বেঁধে নিয়েছিল। এবং উত্তরের দিকে পর্বতে (হিমালয়ে) গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

তারপর মাছটি বলেছিল - আমি তোমাকে পার করে দিলাম। এবার একটা গাছে নৌকাটাকে বেঁধে নাও। পর্বত পর্যন্ত জেগে ওঠা জল যেন তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে। এবার যেমন যেমন ভাবে পর্বতের জল নেমে যাবে, তেমন তেমন ভাবে তুমি ওখান থেকে নেমে যাবে।

মাছটির কথা মত সেইভাবেই মনু উত্তরের পর্বত থেকে ধীরে ধীরে নেমে এসেছিলেন। উত্তর দিকের পর্বত থেকে মনু যে পথে নেমে এসেছিলেন সেই পথ ‘মনোরবসপর্ণম’ নামে পরিচিত। এই বিশাল বন্যার ধ্বংসলীলায় পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও মাছের দয়াদাক্ষিণ্যে মনু একাই কেবল জীবিত ছিলেন।

এই আখ্যানের মধ্যে বিশেষ কতকগুলি দিক আছে। যেমন - ঋষি মনুকে একটি মাছ এসে উপদেশ দিচ্ছেন। তির্যক যোনির জীব ঋষিদের উপদেশ দিচ্ছে এটা পরবর্তী সাহিত্যেও দেখা যায়। এই ধারাই জাতকের আখ্যান এবং পঞ্চতন্ত্রাদি সাহিত্যেও অনুসৃত হয়েছে।

ভারতীয় পরম্পরা পুরাণেতিহাসের সাহায্যে বেদ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। পুরাণ ইতিহাসে এই প্লাবন আখ্যায়িকাটি আরো বিস্তৃতভাবে এবং কিছুটা ভিন্ন ভাবে পাওয়া যায়। এই শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যম্ভিন শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত ‘মনুমৎস্যকথা’ নামক আখ্যায়িকার মহাপ্লাবনের বৃত্তান্তটির ভারতীয় অন্যান্য গ্রন্থে বা সাহিত্যে প্রসার লক্ষ্য করা যায়। যেমন - ঋগ্বেদের বরুণসূক্ত, মহাভারতের বনপর্বে, মৎস্যপুরাণে, ভাগবত পুরাণে ইত্যাদি শাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে এই প্লাবনের কথা আছে। এবং অন্যান্য পুরাণে এর কথা কিছু কিছু পাওয়া যায়। তা আমি সহৃদয় পাঠকদের অবগত করার জন্য গ্রন্থানুসারে পরপর আলোচনা করব।

১.১. ঋগ্বেদে মনুমৎস্যকথার নিদর্শন— ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যে মনুমৎস্যকথার এই মহাপ্লাবনের আখ্যায়িকা এত পরিমাণে পল্লবিত ও মহত্ত্ব অর্জন করেছে, শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্বে তার কোনো পূর্বপরিচয় বৈদিক সাহিত্যে স্পষ্ট করে পাওয়া যায় না। তবে ঋগ্বেদের বরুণসূক্ত (৭/৮৮) ঋষি বসিষ্ঠের স্মৃতিচারণে একটি স্বল্প বন্যা ও নৌকা আরোহণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সেখানে বসিষ্ঠ ঋষি বলছেন - যখন তিনি ও বরুণদেব সমুদ্রের মধ্যে নৌকায় সুন্দর করে বসেছিলেন। তখন তারা গমনশীল নৌকায় ছিলেন ও তারা তখন শোভার্থে নৌকারূপ দোলায় সুখে ত্রিা করছিলেন। এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য বিদ্যমান তা হল -

“আ যক্রহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্তুভিচরাব প্র প্রেজ্জ ঙ্গিয়াবহৈ শুভে কর্ম।।”
(ঋগ্বেদ, ৭/৮৮/৩)

তখন মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাতকে বিস্তৃত করে দিনসমূহের মধ্যে শুভদিনে বসিষ্ঠকে নৌকায় বসিয়ে তাকে রক্ষা করে সুকর্ম করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রটি হল -

“বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহাং যানু দ্যাবস্তনন্যাদুষাসঃ।।”^২
(ঋগ্বেদ, ৭/৮৮/৪)

এই বৃত্তান্তে ঋষি বসিষ্ঠের স্মৃতিচারণকে কেউ কেউ মহাপ্লাবন কথা এর পূর্বে পরিচয় বলে মনে করেন। মনে রাখতে হবে যে মহাপ্লাবনের ঘটনার সাথে কয়েকটি মৌলিক বিষয় সর্বত্র জড়িয়ে আছে। তা হল - একজন মানুষ, তার রক্ষক, একটি সমুদ্র, একটি নৌকা, ও অবতরণস্থান। এই সূত্রে সে সবার ইঙ্গিত একটু হলেও আছে। আর শতপথ ব্রাহ্মণের গল্পে বরুণের নাম ও পাওয়া যায়। তথাপি জোরালো প্রমাণের অভাবে একেই নিশ্চিত উৎস বলা কঠোর। অন্য কোনো উৎস এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। এইরূপে ঋগ্বেদের স্বল্প হলেও মনুমৎস্যকথার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১.২. মহাভারতের বনপর্বে মনুমৎস্যকথার নিদর্শন— গুরুযজুর্বেদের মাধ্যম্ভিন শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত মনুমৎস্যকথার মহাপ্লাবনের বৃত্তান্তটির প্রসারতা ও বিস্তার মহাভারতের বনপর্বে লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতের বনপর্বে ১৫৮তম অধ্যায়ে ‘মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব’ নামক উপপর্বে আমরা একটি মহাপ্লাবনের বৃত্তান্ত দেখতে পাই। সেখানে আমরা দেখতে পাব যে, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনিকে বৈবস্বতমনুর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে মার্কণ্ডেয় মুনির মুখে এই মহাপ্লাবন বৃত্তান্ত উঠে আসে। এখানে মহাপ্লাবনের বৃত্তান্তটি এইরূপ - এখানে সূর্যের একটি পুত্রের নাম মনু। সেই মনু মহর্ষি, অসাধারণ তেজস্বী, এমনকি ব্রহ্মার তুল্য তেজীয়ান হয়েছিলেন। এমনকি সেই মনু সমধিক ও প্রতাপ, বল ও কান্তিদ্বারা পিতা সূর্যকে এবং তপস্যা দ্বারা পিতামহ কাশ্যপকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছিলেন। কারণ হিসেবে দেখা যায় মনু রাজা হয়ে বদরিকাশ্রমে উর্দ্ধবাহু ও একপাদে থেকে ভয়ঙ্কর ও অতিগুরুতর কখনো অর্ধমস্তক ও কখনো বা অত্যন্ত নির্নিমেষ নয়নে দশহাজারবৎসর তপস্যা করেছিলেন। একদা কোনো এক সময়ে এক ক্ষুদ্র মৎস্য চরিত্রবিন্দীর তীরের কাছে এসে জটাধারী তপস্বী মনুকে বললেন - ‘ভগবান! সুব্রত! আমি একটি ক্ষুদ্র মাছ, বলবান্ মাছগুলির থেকে আমি ভয় পাচ্ছি। সুতরাং আমাকে রক্ষা করুন’। এই বিষয়ে উক্ত শ্লোকটি হল -

“ভগবান! ক্ষুদ্রমৎস্যস্যেহস্মি বলবদ্রো ভয়ং মম।
মৎস্যেভ্যো হি ততো মাং ত্বং ত্রাতুমহসি সুব্রত!।।”^৩
(মহাভারত, বনপর্ব, ১৫৮/৭)

আরো বললেন যে চিরকাল বড় মাছেরা ছোটো মাছেদের ভক্ষণ করে থাকে বিধাতাই এই বৃত্তি চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই আপনি আমাকে এই জলমগ্ন অবস্থায় গুরুতর ভয় থেকে রক্ষা করুন। বিনিময়ে আমি আপনাকে উপকার করব। বৈবস্বত মনু একথা শুনে সেই চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ মাছটিকে একটি জালার মধ্যে রেখে রক্ষা করলেন। এবং সেই জালার মধ্যে মনু মাছটিকে পুত্রের ন্যায় পালন করছিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে মাছটির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে জালাটির মধ্যে অবস্থান না করার জন্য মাছটি জালার থেকে বড় জলাশয়ে রেখে আসার জন্য মনুকে অনুরোধ করলেন। তখন মনু মাছটিকে বড় দীঘিতে ছেড়ে দিলেন। আবার বছবছর দীঘিতে থাকার পর আর সেই দীঘিতে মাছটি না ধরার কারণে মনু মাছের কথা মত সমুদ্রের প্রিয় মহিষী গঙ্গাতে ছেড়ে দেন। তারপর গঙ্গাতে মাছটি কিছুকাল থাকার পর মনু সমুদ্রে ছেড়ে দেন। তখন মাছটি হাসতে হাসতে মনুকে বললেন - ভগবান আপনি সর্বত্র আমাকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং যে কর্মের সময় উপস্থিত সেটা শ্রবণ করুন বলে পৃথিবীর সমস্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থই জলমগ্ন হবে একথা বললেন। তাই মনুকে দৃঢ় নৌকা নির্মাণ করে তাতে যেন শণের একটি দড়ি লাগিয়ে সপ্তর্ষিদিগের সঙ্গে মনুকে নৌকাতে আরোহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং সেই সাথে ব্রাহ্মণদের বীজও নৌকায় তোলার কথা বলেন। তারপর নৌকায় অপেক্ষা করতে বললেন মাছটির জন্য এবং আরো বললেন তিনি বিশাল শৃঙ্গ ধারণ করে আসবেন সেটি দেখে যেন মনু চিনতে

পারে। এইরূপে মনু মাছের কথা মত নৌকা নির্মাণ করে বন্যা আসলে সমস্ত উপকরণ নৌকাতে তুলে মাছটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর মাছের কথা মত বিশাল শৃঙ্গ ধারণ করে উপস্থিত হলেন। তারপর মনু মাছের মস্তকস্থিত সেই শৃঙ্গে নৌকার শণসূত্রয় রজ্জু বেঁধে দিলেন জলপ্লাবন থেকে পরিত্রাণের জন্য। মনু সেই রজ্জুবদ্ধ নিয়ে লবণ জলের মধ্যে মহাবেগে নৌকাকে টানতে লাগলো। তখন সমুদ্র যেন তরঙ্গ দ্বারা নৃত্য করছিল। এই রকম অবস্থায় নৌকাখানা মহাসমুদ্রের মধ্যে মহাবায়ুবেগে সঞ্চালিত হয়ে মত্তা ও চঞ্চলা স্ত্রীর ন্যায় ঘুরিয়ে অনেক বছর টেনে হিমালয়ের প্রধান বন্ধন করেন। সেই কারণে হিমালয়ের শৃঙ্গটি অদ্যাপি ‘নৌ-বন্ধন’ নামে পরিচিত। এই বিষয়ে উক্ত শ্লোকটি হল -

“তচ্চ নৌবন্ধনং নাম শৃঙ্গং হিমবতঃ পরম্।
খ্যাতমদ্যাপি কৌন্তেয়! তদ্বিদ্ধি ভারতর্ষভ!।।”^৪
(মহাভারত, বনপর্ব, ১৫৮/৫০)

এইরূপে নৌকা বন্ধনের জন্য জলপ্লাবনে পৃথিবীতে কেবল সাতজন ঋষি, মনু রক্ষা পেলেন। আর পৃথিবীর সমস্ত জীব জলপ্লাবনে মারা গিয়েছিল।

তারপর মনু ক্রমে ক্রমে প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। এই আখ্যায়িকাটি মহাভারতে ‘মাৎস্যক’ নামে অতি প্রাচীন উপাখ্যান নামে পরিচিত। মহর্ষিরা এই উপাখ্যানটিকে সর্বপাপনাশক বলে মনে করেন।

এই আখ্যায়িকাটির সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকার নানা দিক থেকে মিল আছে। যেমন - জলপ্লাবন প্রসঙ্গ, নৌকা বন্ধন হিমালয়ে, জলপ্লাবন থেকে কেবলমাত্র মনুর রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি বিষয়। এইরূপে মহাভারতের বনপর্ব মনুমৎস্যকথার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১.৩. মৎস্যপুরাণে মনুমৎস্যকথার নিদর্শন— মৎস্যপুরাণেও মনুমৎস্যকথার নিদর্শন পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে (১, ২ অধ্যায়) বর্ণিত আখ্যায়িকাটি নিম্নরূপ - প্রাচীনকালে রাবিনন্দন মনু তার পুত্রের উপর রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে মলয়পর্বতের এক অংশে গিয়ে বিপুল তপস্যা শুরু করেন। এরপর অযুতবর্ষ অতীত হলে কমলাসন ব্রহ্মা মনুকে বরদান করতে চাইলে মনু তাকে প্রণিপাত করে বললেন - আমার প্রার্থনা এই যে যখন মহাপ্লাবন আসবে তখন যেন আমি সমস্ত ভূতগণকে রক্ষা করতে পারি। তখন ব্রহ্মা তথাস্তু বলে চলে গেলেন। একদিন মনু তার আশ্রমে পিতৃতর্পণ করছেন সেই সময় একটি সফরী তার দুই হাতের উপর এসে পড়ল। রাজা তাকে যত্ন করে বড়ো করে তোলার জন্য কমন্ডলুতে রাখলেন। সেই মাছটির একদিনে ১৬ আঙুল বৃদ্ধি হলে। এবং সে রাজাকে অনুরোধ করল- ‘আমায় রক্ষা করুন’। রাজা সফরীর কথা শুনে তার অনুরোধ রক্ষার জন্য তাকে একটি মণিকের মধ্যে রাখলেন এবং তখন সেই মাছটি একরাতেই তিনহাত বৃদ্ধি পেল। ফলে মাছের জায়গা না ধরার জন্য মাছটির আবেদন অনুসারে মনু তাকে প্রথমে কূপে তারপর পরবর্তীকালে সরোবরে ছেড়ে দিলেন। বিষ্ণুরূপী সেই বিশাল মাছ মনুকে জানাল - হে মহারাজ! জীবসকলকে রক্ষার জন্য আমি একটু নৌকা প্রস্তুত করেছি। তুমি যাবতীয় স্বেদজ, উদ্ভিদ, ও জরায়ুজ প্রভৃতি অনাথ জীবদের সেই নৌকায় আশ্রয় দিয়ে আসন্ন জলপ্লাবন থেকে রক্ষা করবে। আর সেইসময় যুগান্তকালীন বাতাসে নৌকা যখন কেঁপে উঠবে তখন তুমি নৌকাটিতে আমার শিঙে বেঁধে রাখবে। এমতাবস্থায় সারা পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও তুমি একা বেঁচে থাকবে এবং যুগান্তে তুমিই মন্বন্তর অধিপতি হবে।

মনু প্রলয়ের ব্যাপারে আরো বিস্তৃত জানতে চাইলে মাছটি বলল - পৃথিবীতে প্রথমে অনাবৃষ্টি হবে এবং সেই অনাবৃষ্টির পর চারদিকে আগুন জ্বলে পৃথিবী দগ্ধ হবে। তারপর বিভিন্ন মেঘ আবির্ভূত হয়ে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যার ফলেই বন্যার সৃষ্টি হবে। চান্দ্রমণ্ড মনুর অবসানে এই জগত একার্ণবে পরিণত হবে। তখন কারা কারা অবস্থান করবে তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে -

“নর্মদা চ নদী পূর্ণা মার্কণ্ডেয়ো মহানৃষিঃ।
ভবো বেদাঃ পুরাণাশ্চ বিদ্যাভিঃ সরব্ব সর্বতোবৃত্তম্।।”^৫ (মৎস্যপুরাণ, ২-১৩)

রাবিনন্দন মনু ভগবান মৎস্যের এই কথা শ্রবণ করে প্রলয় - প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যোগাভ্যাসেই নিরত থাকলেন। তারপর ভগবান ভগবান মৎস্যের কথামত প্রলয় উপস্থিত হলে শৃঙ্গবান্ মৎস্য মনুর কাছে প্রাদুর্ভূত হয়। মনু প্রলয়কালে সমস্ত জীবসকলকে নৌকায় অবস্থান করিয়ে যোগবলে নৌকাটি ভগবান মৎস্যের শৃঙ্গে বন্ধন করেন। এইভাবে মনু ও জীব সকল নৌকায় আরোহণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন। আর পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

এই আখ্যায়িকাটিতে শতপথ ব্রাহ্মণের মনুমৎস্যকথার মতো রক্ষাকর্তা ভগবানরূপী সফরী অর্থাৎ মাছ, ও নৌকাবন্ধন, ও একমাত্র মনুর রক্ষা পাওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। এছাড়া এখানে মনুকে রাজা রূপে পাওয়া গেছে। তাই এসব দিক থেকে এই মৎস্যপুরাণে মনুমৎস্যকথার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১.৪. ভাগবত পুরাণে মনুমৎস্যকথার নিদর্শন— ভাগবত পুরাণে ৮ম স্কন্ধের ২৪তম অধ্যায়ে আমরা এই মনুমৎস্যকথার উল্লেখ পেলো ও তার স্থান ও পাত্রের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখানে মনুর পরিবর্তে দ্রাবিড় দেশের সত্যব্রত নামক পবিত্র রাজার কথা বলা হয়েছে। তিনি ভগবান বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন বলে জানা যায়। একসময় রাজা সত্যব্রত কৃতমালা নদীর জলে তর্পণ করতে গিয়ে তার অঞ্জলিতে মাছ উঠে আসে। রাজা মাছটিকে তর্পণ জলে ত্যাগ করলেন। কিন্তু মাছটির অনুরোধে পরে তাকে রক্ষা করেন। রাজা সত্যব্রত জানতেন না তিনি ভগবান বিষ্ণু। তিনি মৎস্যরূপী ভগবান বিষ্ণুকে প্রথমে কলস মধ্যে, পরে মাছটির থাকার অসুবিধার কারণে ঊদধনজলে অর্থাৎ একটি বৃহৎ পাত্রে, পরে সরোবরে, পরবর্তীতে অগাধ হ্রদে এইরূপে নিক্ষেপের পর রাজা সত্যব্রত মাছটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন। তখন রাজা তাকে বিষ্ণু বলে চিনতে পারলেন। তখন মাছটি রাজা সত্যব্রতকে বললেন - আজ থেকে সাত দিন পর ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ - এই তিনলোক প্রলয়সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে। তখন একটা নৌকা তার কাছে আসবে। সেই সময়ই তিনি যেন সমস্ত প্রকার গাছপালা, বীজ ও সপ্তর্ষিদিগকে নিয়ে নৌকাতে আরোহণ করেন। এছাড়া আরো বলেন যে প্রলয়সমুদ্রে সূর্যাদিলোকাদির অভাব থাকলে সপ্তর্ষিদিগের তেজে সমুদ্র আলোকিত হবে। এই সময় মৎস্যরূপ ভগবান বিষ্ণু উপস্থিত হলে সত্যব্রত রাজা যেন মৎস্যটির শৃঙ্গে নৌকাটি বন্ধন করেন।

এরপর মৎস্যের কথা মত সাত দিন পর মহামেঘসকলের প্রবল বর্ষণে সবদিক প্লাবিত হল। তখন সত্যব্রত রাজা ভগবান বিষ্ণুর আদেশ অনুসারে তিনি ঔষধিলতাদি সংগ্রহ করে নৌকায় আরোহণ করলেন। এবং রাজা সত্যব্রত ভগবান বিষ্ণুর শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করে বিষ্ণুর কৃপায় রক্ষা পেয়েছিলেন এবং সমস্ত জীবজন্তু ও সপ্তর্ষিদিগকে রক্ষা করেছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তীতে আমরা এই পুরাণেই জ্ঞানবিজ্ঞানসম্বিত সত্যব্রত রাজা ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদে মনু হয়েছিলেন। এই বিষয়ে উক্ত শ্লোকটি হল -

“স তু সত্যব্রতো রাজা জ্ঞানবিজ্ঞান-সংযুতঃ ।।
বিষেগঃ প্রসাদাৎ কল্লেহস্মিন্নাসীদৈবস্বতো মনুঃ ।।”^৬
(ভাগবত পুরাণ, ৮/২৪/৫৮)

এই আখ্যায়িকার সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের মনুমৎস্যকথার কিছু অমিল থাকলেও অনেক মিল দেখা যায়। যেমন- এখানে রক্ষাকর্তা ভগবান বিষ্ণুরূপী মাছ, রক্ষা ব্যক্তি রাজা সত্যব্রত, নৌকা, সমুদ্র, ইত্যাদি। আর এখানে রক্ষাকর্তা মাছটিকে ভগবান বিষ্ণুরূপে দেখা যাচ্ছে। এই ভাবে ভাগবত পুরাণেও মনুমৎস্যকথার নিদর্শন পাওয়া যায়।

২. বহির্ভারতীয় সাহিত্যে মনুমৎস্যকথার প্রসার— শুর্যজুবর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের মাধ্যমিক শাখার অন্তর্গত ‘মনুমৎস্যকথা’ নামক আখ্যায়িকার মহাপ্লাবনের বৃত্তান্তটি শুধুমাত্র ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই মহাপ্লাবনের বৃত্তান্তটির বহির্ভারতীয় সাহিত্যেও প্রসার ঘটেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন - খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল গ্রন্থে ও গিলগামেশ গ্রন্থ থেকে এই মহাপ্লাবনের বৃত্তান্তটির নিদর্শন পাওয়া যায়। তা আমি সহৃদয় পাঠকদের অবগত করার উদ্দেশ্যে পরপর আলোচনা করার চেষ্টা করব।

২.১. ‘বাইবেল’ গ্রন্থে মনুমৎস্যকথার নিদর্শন— খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল গ্রন্থে নোহ ও জলপ্লাবন বৃত্তান্তের বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। এখানে ‘মনুমৎস্যকথা’ নামক প্লাবনের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ‘বাইবেল’ গ্রন্থে উল্লিখিত নোহ ও জলপ্লাবনের বৃত্তান্তটি এইরূপ -

“এখানে আদম ও নোহের পরিবারের বৃত্তান্তের পর এই মহাপ্লাবনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে নোহ তার প্রজন্মের একজন সৎ ও ভালো মানুষ ছিলেন। এবং তিনি সর্বদা ঈশ্বরকে অনুসরণ করতেন। এছাড়া নোহের তিনটি পুত্রের নাম জানা যায়। তারা হলেন শেম, হাম এবং য়েফৎ। একসময় পৃথিবী যখন অন্যায় হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে পরিপূর্ণ হতে চলল তখন ঈশ্বর চাইলেন যে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাক। সুতরাং ঈশ্বর নোহকে বললেন - সমস্ত মানুষ ক্রোধ ও হিংসায় পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেছে। তাই আমি পৃথিবী থেকে সবকিছু মুছে ফেলবো। সেইজন্য তুমি গোফর কাঠ দিয়ে একটি নৌকা বানাও। এই নৌকার ভেতরে অনেক গুলো কক্ষ তৈরি করবে। বাইরে কাঠ সংরক্ষণের জন্য আলকাতরা লাগাবে।

এছাড়া আরো বললেন - নৌকাটি ৩০০ হাত লম্বা, ৫০ হাত চওড়া আর ৩০ হাত উঁচু করে তৈরি করতে। এবং উপরের তলা, মাঝের তলা, নিচের তলা এইভাবে নৌকার তিনটি ভাগ থাকবে।

এছাড়া আরো বললেন - পৃথিবীর উপরে একদিন আমি মহাপ্লাবন ঘটাবো। আকাশের নীচে যত জীবন্ত প্রাণী আছে, সমস্ত কিছু ধ্বংস করব। পৃথিবীর সব জীবজন্তুর মৃত্যু হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ চুক্তি হবে তুমি তোমার স্ত্রী ও পুত্র ও পুত্রবধূ সহ পৃথিবীর সব পশু পাখির একটি করে জোড়া এবং মাটিতে বুকে হেঁটে চলে এরকম সব প্রাণীর এক এক জোড়া খুঁজে বের করে ওই নৌকাতে উঠবে। সেইসময় তোমার ও সমস্ত পশুপাখিদের জন্য খাবার জোগাড় করে রাখবে। সমস্ত মানুষ ও পশুপাখিকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ঈশ্বর তার প্রিয়পাত্র নোহকে এই আদেশ দিলেন। নোহও ঈশ্বরের আজ্ঞামতো সব কিছু পালন করলেন।

ঈশ্বরের কথামত নোহের ৬০০ বছর বয়সে পৃথিবীতে সাত দিন পর বর্ষণ শুরু হল। ৪০ দিন ও ৪০ রাত বৃষ্টি হল। এই মহাপ্লাবন ১৫০ দিন স্থায়ী হয়েছিল। নোহ এবং তার পরিবার এই মহাপ্লাবন থেকে পরিত্রাণের জন্য সমস্ত পশুপাখি ও জীবজন্তু, স্ত্রী পুত্র নিয়ে নৌকাতে প্রবেশ করলেন। এবং পৃথিবীতে ৪০ দিন ধরে বন্যা চলার কারণে জলের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো আর সেই নৌকা মাটি ছেড়ে উপরে ভাসতে লাগলো। নৌকা গিয়ে Ararat পর্বতে ঠেকিয়েছিল। ফলে নৌকাতে প্রবেশকারী সমস্ত জীবজন্তু, পশুপাখি, নোহ, আর তার পরিবার-পরিজন শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকলো। আর এই গুলি ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু মারা গেল। প্রতিটি পুরুষ ও স্ত্রী এবং পৃথিবীর সমস্ত জন্তু জানোয়ার, বন্যপ্রাণী, সরিসৃপ ধ্বংস হয়ে গেল।”^৭

এই মহাপ্লাবনের মধ্যে ‘মনুমৎস্যকথা’ নামক মহাপ্লাবনের মতো নৌকার ব্যাপার আছে। এবং তা পর্বতে থামার কথাও আছে। মনুমৎস্যকথার মনুর মতো এখানেও ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রক্ষা পাওয়ার ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই কাহিনী শাখা প্রশাখা মেলে পশ্চিম দেশে মূলতঃ পরস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ইউরোপ ও প্রাচ্য ও অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রাচীন সাহিত্যেও লোককথায় যুগ যুগান্ত ধরে বিস্তৃত পেয়েছে।

২.২. ‘গিলগামেশ’ গ্রন্থে মনুমৎস্যকথার নিদর্শন— Chaldean আখ্যানটি আমরা দুটি ধারা থেকে জানতে পারি। তার মধ্যে একটি হল এ্যাশিরীয়দের লিপি থেকে উদ্ধৃত গিলগামেশ থেকে। খ্রীঃ-পূঃ ৭ম শতকে সেমেটিক ব্যাবিলনীয় কাব্য গিলগামেশে বন্যার বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে ‘মনুমৎস্যকথা’ নামক আখ্যায়িকার নিদর্শন বিস্তৃতভাবে লক্ষ্য করা যায়। এখানে আখ্যায়িকাটির মূল কথা হল -

“স্বর্গের দেবসভায় সিদ্ধান্ত হল Euphrates এর Shuruppak স্থানের সকলকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। জ্ঞানী দেবতা Ea এই খবরটা রাজা Hasisadra কে জানিয়ে দিলেন এবং তাকে একটি নৌকা তৈরি করতে বললেন। এবং সেই নৌকায় সর্বপ্রকার শস্য, প্রাণী, পরিবার-পরিজন, ঝি, চাকর ইত্যাদি নিয়ে বসে থাকার কথা বললেন। দৈববশত কালো মেঘে আকাশ ভরে গেল এবং বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি

শুরু হল। ফলে জল বাড়তে বাড়তে স্বর্গের কাছে চলে এল। তখন রাজা সমস্ত পশুপাখি নিয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন। এইভাবে সাতদিন একটানা ঝড় বৃষ্টির পর থেমে গেল। সকালে দেখা গেল যে Nizir পর্বতের উপর নৌকাটি বাঁধা আছে। পরে ভূমি আবিষ্কারের পরে জিনিসপত্র সহ সকলে নেমে গেল। ফলে বেল দেবতা রেগে গেলেন। কারণ তিনি সমস্ত মানুষকে ধ্বংস করতে পারেননি। শেষে Hasisadra স্ত্রী সহ স্বর্গে গেলেন।”^৮

এখানে বন্যা হওয়ার কথা দেবতাদের দ্বারা বলা হয়েছে। এবং বন্যা সৃষ্টির পেছনে ছিল দেবতাদের ক্রোধ। নৌকা আরোহণের সময় সমস্ত প্রকার সৃষ্ট দ্রব্যের সাথে রাজা স্ত্রীক ও পশুদের নিয়ে নৌকায় চড়েছিলেন। সৃষ্টির প্রয়োজন্যার্থে স্ত্রীর প্রয়োজনের এখানে কথা স্বীকার করা হয়েছে। এখানেও দেবতাদের প্রিয়পাত্ররাই পরবর্তী সৃষ্টিতে যেতে পেরেছে। মনুমৎস্যকথার মতো এখানেও এই প্লাবনে নৌকা পাহাড়ে ওঠা এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে নেমে যাওয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এইরূপভাবে এখানে ছব্ব মিল না থাকলেও কিছুটা মনুমৎস্যকথার নিদর্শন পাওয়া যায়। এইভাবে ভারতীয় সাহিত্যের পাশাপাশি বহির্ভারতীয় সাহিত্যে মনুমৎস্যকথার প্রসারতা পরিলক্ষিত হয়।

“বেদের ব্রাহ্মণে আখ্যায়িকা নির্মাণের ঘাটতি নেই। ব্রাহ্মণের বিষয়টি সুচারুভাবে বোঝানোর জন্য আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এবং কোন কোন মন্ত্রে কোথায় কী কার্য করতে হবে তা ও বলা হয়েছে। কারণসমূহের ভিত্তি এই ব্রাহ্মণেই। প্রসঙ্গক্রমে নানারূপ আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির উল্লেখ করা হয়েছে। আখ্যায়িকা সমূহে বিবিধ বিষয় নিহত আছে।”^৯

ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে শতপথ ব্রাহ্মণের ‘মনুমৎস্যকথা’ নামক আখ্যায়িকার ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় সাহিত্যে প্রসারতা আলোচ্য প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে সমস্ত আখ্যায়িকাগুলিকে পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে সমস্ত আখ্যায়িকার মধ্যেই একটি যোগসূত্র আছে। যেমন- দেব শক্তিসম্পন্ন প্রাণী সেই মহাপ্লাবনের বার্তা বিশেষভাবে নির্বাচিত কোন ব্যক্তিকে দিয়েছে। বহির্ভারতীয় আখ্যায়িকাতে NIZIR পর্বতে বা ARARAT পর্বতে নৌকা বাঁধার কথা আছে। আবার ভারতীয় সাহিত্যের আখ্যায়িকাতে হিমালয়ের পাদদেশের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সবজায়গায় একটি স্থান নির্দেশের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া সবজায়গায় নির্বাচিত ব্যক্তি ও ব্যক্তি সমূহকে প্লাবন থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। এই মনুমৎস্যকথার প্রসারতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সূর্যকান্ত মহোদয় উল্লেখ করেছেন যে, -

“শুধু পুরাণ সাহিত্যে নয় প্রাচীন উপজাতি সমূহ যেমন - কোল, ভুল, সাঁওতাল, লেপচা এমনকি অসমের জনজাতির মধ্যেও এই কাহিনী নানা ভাবে প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ২১০০ শতকে ব্যাবিলনের সম্রাট হামুরাবির সময়ে সুমেরীয় ভাষায় বহির্ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম বন্যার কাহিনী পাওয়া গিয়েছিল। তারপর গিলগামেশ মহাকাব্যে, তারপর সেখান থেকে হিব্রু উপাখ্যানের বিখ্যাত মহাপ্লাবন কথা ‘জেনেসিস’ গ্রন্থে, সেখান থেকে পারস্য, গ্রীস, আইসল্যান্ড, ওয়েলস লিথুয়ানিয়া, সুমাত্রা, বোনিও, ফিলিপিন্স, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকাতেও এই কাহিনীর নতুন নতুন রূপ যুগে যুগে সাহিত্যকারেরা নির্মাণ করে গেছেন।”^{১০}

শতপথ ব্রাহ্মণের এই আখ্যায়িকা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে কোন সুদূর অতীতে হয়তো কোন বন্যা হয়েছিল। সেই একটি বন্যার স্মৃতিই বিভিন্ন দেশ তাদের নিজেদের মত করে বয়ে নিয়ে চলেছে। মূল আখ্যায়িকা যে একটিই তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকা থেকেই ভারতীয় পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি গড়ে উঠেছে। আবার এই পুরাণের ধারায় দ্রাবিড় দেশ হয়ে হয়তো ব্যাবিলনে গিয়ে সেখানকার ধারায় প্রসারিত হয়েছে। এইরূপ ভাবে মনুমৎস্য কথার ব্যাপক প্রসারতা পরিলক্ষিত হয়।

Reference:

১. দত্ত, রমেশচন্দ্র (সম্পা. ও অনু.), ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, ঋগ্বেদ সংহিতা, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, পৃ. ১৬৯
২. তদেব, পৃ. ১৭০
৩. ব্যাসদেব, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, মহাভারত (বনপর্ব), কলকাতা, বিশ্বব্যাপী প্রকাশনী, পৃ. ১৫৭৭
৪. তদেব, পৃ. ১৫৮৬
৫. তর্করত্ন, পঞ্চগনন, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, মৎস্যপুরাণ, কলকাতা, বঙ্গবাসী - ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র, পৃ. ৫
৬. শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ মহারাজ (সম্পা.), ৫১২ শ্রী গৌরান্দ, ভাগবত পুরাণ, নদীয়া, পৃ. ২৯৮
৭. ১৯৭৪, পবিত্র বাইবেল, বাঙ্গালোর, ভারতের বাইবেল সোসাইটি, পৃ. ৭-৯
৮. Sanders, N.K, The Epic of Gilgamesh, Assyrian International News Agency, p. 20-21
৯. ভট্টাচার্য, শ্রী বিধুশেখর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্রাথমিক অংশ।
১০. Shastri, suryakanta, 1950, The Flood legend in sanskrit literature, Delhi, Chand and co, p. 8